গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৩৫.১৯- ৬০৪

তারিখঃ ১২ ফাল্গুন ১৪২৬ / ২৭.১০.২০১৯

বিষয়ঃ ডাঃ উপমা গুহ রায় (১২০২৩১), সহকারি অধ্যাপক, ফিজিওলজি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ উপমা গুহ রায় (১২০২৩১), সহকারি অধ্যাপক, ফিজিওলজি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা গত ১৬/০৪/২০১৯ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

২৭.১০.১৯
(মো: আসাদুল ইসলাম)
সচিব

ডাঃ উপমা গুহ রায় (১২০২৩১)
সহকারি অধ্যাপক, ফিজিওলজি
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা।
(বর্তমান ঠিকানা: হাউজ নং: ৪৩/সি, ফ্লাট নং: সি-৩, রোড নং:২, চাঁন মিয়া হাউজিংমোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।)
ই-মেইল: upamafmc@gmail.com

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৩৫.১৯- ৬০৪/১(৬)

তারিখঃ ২৭.১০.২০১৯

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। অধ্যক্ষ, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা।
৩। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৪। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম)
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৬। অফিস কপি।

২৭/১০/১৯
মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ উপমা গুহ রায় (১২০২৩১), সহকারি অধ্যাপক, ফিজিওলজি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা গত ১৬/০৪/২০১৯ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন এবং আপনি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

(মো: আসাদুল ইসলাম)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৩৪.১৯-৬০৫

তারিখঃ ১২ ফাল্গুন ১৪২৬
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বিষয়ঃ ডাঃ আসফিয়া নিগার (৪২৯৪০), সহকারী অধ্যাপক (এ্যানেসথেসিওলজি), জাতীয় অ্যাজমা সেন্টার, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ আসফিয়া নিগার (৪২৯৪০), সহকারী অধ্যাপক (এ্যানেসথেসিওলজি), জাতীয় অ্যাজমা সেন্টার, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা গত ২৬/০৮/২০১৫ ইং হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

২৭.০২.১৯

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

ডাঃ আসফিয়া নিগার (৪২৯৪০)
সহকারী অধ্যাপক (এ্যানেসথেসিওলজি)
জাতীয় অ্যাজমা সেন্টার, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল
মহাখালী, ঢাকা।
যোগাযোগের ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং এ/৪, বাড়ি নং-২/১২, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৩৪.১৯- ৬০৫/১(৬)

তারিখঃ ২৭.০২.২০১৯

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। পরিচালক, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা।
৪। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম)
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৬। অফিস কপি।

২৭/০২/১৯

মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ আসফিয়া নিগার (৪২৯৪০), সহকারী অধ্যাপক (এ্যানেসথেসিওলজি), জাতীয় অ্যাজমা সেন্টার, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা গত ২৬/০৮/২০১৫ ইং হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন এবং আপনি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

২৭.১১.১৯

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৩৩.১৯- ৬৫৬

তারিখঃ ১২ কার্তিক ১৪২৬ / ২৭ অক্টোবর ২০১৯

বিষয়ঃ ডাঃ শেখ আব্দুল মোমেন (১০৮৭৫৭), সহকারি অধ্যাপক, প্যাথলজি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, ডাঃ শেখ আব্দুল মোমেন (১০৮৭৫৭), সহকারি অধ্যাপক, প্যাথলজি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা গত ১৫/০৬/২০১৯ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

২৭.১০.১৯

(মো: আসাদুল ইসলাম)
সচিব

ডাঃ শেখ আব্দুল মোমেন (১০৮৭৫৭)
সহকারি অধ্যাপক, প্যাথলজি
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা।
ই-মেইল: dinar1967@gmail.com

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৩৩.১৯-৬০৬/১(৬)

তারিখঃ ২৭.১০.২০১৯

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। অধ্যক্ষ, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা।
৩। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৪। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম)
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৬। অফিস কপি।

২৭/১০/১৯

মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ শেখ আব্দুল মোমেন (১০৮৭৫৭), সহকারি অধ্যাপক, প্যাথলজি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা গত ১৫/০৬/২০১৯ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন এবং আপনি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

১৭.১০.১৯

(মো: আসাদুল ইসলাম)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১০০.১৯-৬০৭

তারিখঃ ১২ ফাল্গুন ১৪২৬
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বিষয়ঃ ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান (কোড নং-৪৩৫০৫), সিনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন), সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান (কোড নং-৪৩৫০৫), সিনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন), সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট (এইচএসএম) অপারেশনাল প্ল্যানে আরপিএ (জিওবি) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরার অনুকূলে ১ম ও ২য় কিস্তিতে ছাড়কৃত অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত এমএসআর সামগ্রী ও ভারী যন্ত্রপাতিসমূহের উদ্ধৃত অনিয়মের সাথে জড়িত ছিলেন যা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান (৪৩৫০৫)
সিনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন)
সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা।

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১০০.১৯-৬০৭/১(৮)

তারিখঃ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। উপসচিব, পার-১/২/৩ অধিশাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম)
৫। সিভিল সার্জন, সাতক্ষীরা।
৬। তত্ত্বাবধায়ক, সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা।
৭। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৮। অফিস কপি।

মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান (কোড নং-৪৩৫০৫), সিনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন), সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট (এইচএসএম) অপারেশনাল প্ল্যানে আরপিএ (জিওবি) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরার অনুকূলে ১ম ও ২য় কিস্তিতে ছাড়কৃত অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত এমএসআর সামগ্রী ও ভারী যন্ত্রপাতিসমূহের উদ্ধৃত অনিয়মের সাথে জড়িত ছিলেন যা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১০০.১৯-৬০৮

তারিখঃ ১২ ফাল্গুন ১৪২৬ / ২৭ মার্চ ২০১৯

বিষয়ঃ ডাঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম (১১১৭৪৩), সহকারী অধ্যাপক, সার্জারি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্তঃ সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা (প্রাক্তন জুনিয়র কনসালটেন্ট, সার্জারি, সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম (১১১৭৪৩), সহকারী অধ্যাপক, সার্জারি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্তঃ সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা (প্রাক্তন জুনিয়র কনসালটেন্ট, সার্জারি, সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট (এইচএসএম) অপারেশনাল প্ল্যানে আরপিএ (জিওবি) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরার অনুকূলে ১ম ও ২য় কিস্তিতে ছাড়কৃত অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত এমএসআর সামগ্রী ও ভারী যন্ত্রপাতিসমূহের উদ্ধৃত অনিয়মের সাথে জড়িত ছিলেন যা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

ডাঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম (১১১৭৪৩)
সহকারী অধ্যাপক, সার্জারি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
সংযুক্তঃ সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা।

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১০০.১৯- ৬০৮/১(৯)

তারিখঃ ২৭.৩০ .২০১৯

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। অধ্যক্ষ, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা।
৩। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৪। উপসচিব, পার-১/২/৩ অধিশাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম)
৬। সিভিল সার্জন, সাতক্ষীরা।
৭। তত্ত্বাবধায়ক, সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা।
৮। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৯। অফিস কপি।

মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম (১১১৭৪৩), সহকারী অধ্যাপক, সার্জারি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্তঃ সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা (প্রাক্তন জুনিয়র কনসালটেন্ট, সার্জারি, সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট (এইচএসএম) অপারেশনাল প্ল্যানে আরপিএ (জিওবি) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরার অনুকূলে ১ম ও ২য় কিস্তিতে ছাড়কৃত অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত এমএসআর সামগ্রী ও ভারী যন্ত্রপাতিসমূহের উদ্ধৃত অনিয়মের সাথে জড়িত ছিলেন যা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১০০.১৯- ৬০৯

তারিখঃ ১৫ ভাদ্র ১৪২৬
২৯.৮০.২০১৯

বিষয়ঃ ডাঃ মোঃ ফরহাদ জামিল (১২৭৩৩৪), প্রভাষক, ফিজিওলজি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা (প্রাক্তন আর.এম.ও, সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ মোঃ ফরহাদ জামিল (১২৭৩৩৪), প্রভাষক, ফিজিওলজি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা (প্রাক্তন আর.এম.ও, সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট (এইচএসএম) অপারেশনাল প্ল্যানে আরপিএ (জিওবি) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরার অনুকূলে ১ম ও ২য় কিস্তিতে ছাড়কৃত অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত এমএসআর সামগ্রী ও ভারী যন্ত্রপাতিসমূহের উদ্ধৃত অনিয়মের সাথে জড়িত ছিলেন যা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

২৯.১০.১৯
(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

ডাঃ মোঃ ফরহাদ জামিল (১২৭৩৩৪)
প্রভাষক, ফিজিওলজি
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১০০.১৯-৬০৯/১(৯)

তারিখঃ ২৯.৮০.২০১৯

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। অধ্যক্ষ, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা।
৩। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৪। উপসচিব, পার-১/২/৩ অধিশাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম)
৬। সিভিল সার্জন, সাতক্ষীরা।
৭। তত্ত্বাবধায়ক, সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা।
৮। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৯। অফিস কপি।

২৯/১০/১৯
মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ মোঃ ফরহাদ জামিল (১২৭৩৩৪), প্রভাষক, ফিজিওলজি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা (প্রাক্তন আর.এম.ও, সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট (এইচএসএম) অপারেশনাল প্ল্যানে আরপিএ (জিওবি) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরার অনুকূলে ১ম ও ২য় কিস্তিতে ছাড়কৃত অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত এমএসআর সামগ্রী ও ভারী যন্ত্রপাতিসমূহের উদ্ধৃত অনিয়মের সাথে জড়িত ছিলেন যা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধার মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

২৭.১০.১৯

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব